দা'ঈ ইলাল্লাহ্

পকেট বুক

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত *

২১ঃ২৬	নবীগণ পাপী হন না।
২০ঃ১১৬	আদম ভুলে গিয়েছিলেন, অমান্য করেন নি।
৭ঃ২০	নিষিদ্ধ বৃক্ষের (বংশের) নিকট যেও না।
১৫ঃ৪৯	বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার করা হয় না।
৩ঃ১৭০	শহীদরা তাদের প্রভুর নিকট জীবিত।
৩৯ঃ৪৩	মৃত্যুর পর আত্মা পৃথিবীতে ফিরে আসে না।
১৭ঃ১৬	নবী না পাঠিয়ে শাস্তি দেয়া হয় না।
৪২ঃ৫২	আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ হয় তিন প্রকারে।
৫ঃ১২	যীশুর শিষ্যদের নিকট ওহী।
৮০ঃ২২	মৃতের জন্য আল্লাহ্‌ কবর তৈরী করেন।
২৩ঃ১০১	মৃত জীবিত হয় না।
১৯ঃ৫২	মুসা (আঃ) নবী ও রসূল।
১৯ঃ৫৫	ইসমাঈল (আঃ) নবী ও রসূল।

* টীকা ঃ আয়াত নম্বরের সাথে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌'কে ১ নম্বর আয়াত ধরে গণনা করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

দু'টি কথা

আল্লাহ্তা'লা মানুষকে কেবল তাঁর উপাসনার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে তাঁর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে ভুলে শির্ক ও পার্থিব আনন্দ-স্ফুর্তিতে নিমগ্ন হয়। তাই মানুষকে আল্লাহ্মুখী করার জন্যে যুগে যুগে নবী-রসূল-মুজাদ্দিদগণ দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁদের অবর্তমানে ও অনুপস্থিতিতে এ কাজ তাদের অনুসারীগণ চালিয়ে যান।

আল্লাহ্তা'লা কুরআন মজীদে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' বা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করাকে উত্তম কথা ও কাজ বলে নির্ধারণ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে সত্যিকার অর্থে এ দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজ বন্ধ ছিলো। ফলে বর্তমান কালে অবক্ষয়ের প্রবল স্রোতে মানবতা খড়-কুটোর ন্যায় ভেসে চলেছে। এথেকে বাঁচানোর জন্যে একমাত্র উপায় ও পন্থা হলো দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কল্যাণময় কাজ। যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের আবির্ভাবে পুনরায় এ কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে আরম্ভ হয়েছে।

যুদ্ধের জন্যে যেমন সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তেমনি দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজের জন্যে প্রয়োজন যথোপযুক্ত দলীল-প্রমাণাদি এবং এতে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ। এর প্রতি লক্ষ্য রেখে পশ্চিম বঙ্গের শ্রদ্ধেয় আমীর মোহাম্মদ মাশরেক আলী সাহেব সংক্ষিপ্ত আকারে এ পকেট বুক খানা রচনা করেছিলেন। মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব এ পুস্তক খানাকে বাংলাদেশের জন্যে উপযোগী করেছেন। এ পকেট বুক খানা দা'ঈ ইলাল্লাহ্‌ বন্ধুগণের খুবই উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

আল্লাহ্‌তা'লা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

খাকসার

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রথম পাঠ

প্রশ্ন ঃ আমাদের সৃষ্টিকর্তার নাম কি ?

উত্তরঃ আল্লাহ্।

প্রঃ আমাদের নবীর নাম কি ?

উঃ হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

প্রঃ আমাদের ধর্মের নাম কি ?

উঃ ইসলাম।

প্রঃ আমাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম কি ?

উঃ কোরআন মজীদ।

প্রঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নাম কি ?

উঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)।

প্রঃ আমাদের জামাতের নাম কি ?

উঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত।

দ্বিতীয় পাঠ

প্রঃ আল্লাহ্‌র কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নাম কি ?

উঃ রব্ব্, রাহমান, রাহীম, মালিক।

প্রঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আব্বাজান ও আম্মাজানের নাম কি এবং তাঁরা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

উঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ও হযরত আমিনা। তাঁরা আরবের মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রঃ ইসলাম শব্দের অর্থ কি ?

উঃ 'ইসলাম' অর্থ 'পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ'।

প্রঃ পবিত্র কোরআন কত বছর ধরে অবতীর্ণ হয় এবং কার উপর ?

উঃ কোরআন মজীদ ২৩ বছর ধরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

প্রঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) -এর আব্বাজান ও আম্মাজানের নাম কি এবং তাঁরা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

উঃ হযরত মির্যা গোলাম মোর্তুজা ও হযরত চেরাগ বিবি। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে।

প্রঃ আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম কোন্‌টি ?

উঃ আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। আল্লাহ্ বলেছেন–ইন্নাদ্দীনা ইন্‌দাল্লাহিল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট ধর্ম হোল ইসলাম অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

প্রঃ আহমদী নাম কে রেখেছেন এবং কেন ?

উঃ যুগের মাহদী (আঃ) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আহমদ নামানুসারে এই জামাতের নাম আহমদী জামা'ত রাখেন।

আহমদ নাম মোহাম্মদ (সাঃ)-এর 'জামালী' বা 'সৌন্দর্য' প্রকাশক নাম। মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে 'আহমদ' নামের বিকাশ হয়েছিল। সব রকমের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা সত্ত্বেও ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তেমনি আখেরী জামানায় এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আবার সেই নামের বিকাশ হবে। তাই আহমদীয়া জামাতের উপর শত অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও আহমদীরা কোনদিন দমেনি ; পরন্তু নতুন উদ্যমে ইসলামের বাণীর সৌন্দর্য দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে যাচ্ছে।

প্রঃ কাদিয়ানী ফেরকা / ধর্ম কি ?

উঃ কাদিয়ানী বলে কোন ফেরকা বা ধর্ম নেই ? শত্রু-পক্ষরা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্মস্থান কাদিয়ানের নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আহমদী জামাতকে' কাদিয়ানী ফেরকা বলে প্রচার করে থাকে। কাদিয়ানী একটি বিকৃত নাম। যেমন ইসলামের অনুসারীদেরকে মোহাম্মদ (সাঃ) 'মুসলিম' নাম দিয়েছিলেন, কিন্তু সেযুগে কাফেররা মুসিলম না বলে 'সাবি' বলে প্রচার

করত। অথচ 'মুসলিম' বা 'আহমদী' নাম সহজে সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করে থাকে।

স্মরণ থাকে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মভূমি 'নাযারাথ'-এর নামানুসারে আজো তাঁর অনুসারীদেরকে 'নাসারা' বলা হয়।

তেমনি হয়তো এ যুগের ঈসা [(মাহদী (আঃ)]-এর জন্মভূমি কাদিয়ানের নামানুসারে তাঁর অনুসারীদেরকে 'কাদিয়ানী' বলা হবে বলে আল্লাহ্‌র কোন ইঙ্গিত ছিল।

তৃতীয় পাঠ

প্রঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যে ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর একটি যুক্তিমূলক দলীল-প্রমাণ দিন।

উঃ 'মাহদী' শব্দের অর্থ হোল হেদায়াতপ্রাপ্ত সংস্কারক বা ভুল সংশোধনকারী।

এমন কি ভুল আহমদ (আঃ) সংশোধন করলেন যে, এ জন্য তাঁকে ভুল সংশোধনকারী বলা হবে ?

দেখা যায় পৃথিবীর সাড়ে পাঁচশত কোটি লোকের মধ্যে আড়াই শত কোটি খৃষ্টান এবং ১ শত কোটি মুসলিম বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) সশরীরে আকাশে গিয়েছেন, সেখানে অদ্যাবধি জীবিত আছেন এবং তিনি আবার আকাশ থেকে নামবেন।

কাদিয়ানে আবির্ভূত আহমদ (আঃ) বললেন, এগুলো ভুল কথা। না তিনি আকাশে গিয়েছেন না তিনি জীবিত আছেন আর না তিনি আবার আসবেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে পরিণত বয়সে মারা গিয়েছেন এবং কাশ্মীরে শ্রীনগরের খান ইয়ার স্ট্রীটে তাঁর কবর বিদ্যমান। তাই তাঁকে 'ভুল সংশোধনকারী' বা 'মাহদী' বলা যেতে পারে।

প্রঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মসীহে মাওউদ (প্রতিশ্রুতি মসীহ বা ঈসা) বলা হয় কেন ?

উঃ যেহেতু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মাহদী (আঃ)-কে ঈসা নামে আখ্যায়িত করেছেন তাই। যেমন, হাদীস 'ইবনে মাজা'তে আছে –

'লাল মাহদীউ ইল্লা ঈসা ইব্নু মারইয়াম'

অর্থ ঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অপর কোন 'মাহদী' (ভুল সংশোধনকারী) নেই।

অর্থাৎ মাহদী (আঃ)-এর একটি গুণবাচক নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম হবে।

অন্য হাদীস 'মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল' এ আছে ঃ *ইউশেকো মান আশা মিনকুম আ ইঁয়ালকা ঈসা ইব্না মারইয়ামা ইমামাম্ মাহদীয়ান্ হাকামান্ আদলান্ ফাইয়াক্সেরুস্ সালিবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিন্জীরা ওয়া ইয়া যাউল হারবা।*

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায় বিচারক ইমাম মাহদীরূপে। তিনি ক্রুশ (মতবাদ) ধ্বংস করবেন, শূকর (বদযবান ও নির্লজ্জ ব্যক্তিগণকে আধ্যাত্মিকভাবে) নিধন করবেন এবং ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন।

প্রঃ মসীহে মাওউদ (আঃ) বা আগমনকারী ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদী (আঃ) কি একই ব্যক্তি ?

উঃ হাঁ, একই ব্যক্তি। 'মাহদী' অর্থ ভুল সংশোধনকারী সংস্কারক বা মোজাদ্দেদ। এটি কোন নাম নয়।

তাই ইবনে মাজার হাদীসে ও মুসনদ আহমদ বিন হাম্বলে মাহদী (আঃ)-এর নাম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ঈসা ইবনে মরিয়ম রেখেছেন। এটি একটি গুণবাচক নাম।

অর্থাৎ আগমনকারী মাহদী (আঃ)-এর গুণ পূর্ববর্তী হযরত ঈসা নবীর গুণের সঙ্গে বহু মিল থাকবে।

যেহেতু কোরআন, হাদীস ও বিবেক দিয়ে প্রমাণিত –যীশুখৃষ্ট ঈসা নবী মারা গেছেন, অতএব ইমাম মাহদী (আঃ)-ই যে আগমনকারী ঈসা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি নিজেও তা-ই দাবী করেছেন।

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নাম এজন্য ঈসা রেখেছেন যে, শেষ যুগের খৃষ্টানরা প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর

একেশ্বরবাদী শিক্ষা না মেনে তাঁর ধর্মের নামে ত্রিত্ববাদী শিক্ষা প্রচার করে পথভ্রষ্ট হবে আর এজন্যে সূরা ফাতেহাতে তাদেরকে (খৃষ্টানদেরকে) যাল্লীন বা পথভ্রষ্ট বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

আজ এই ঈসা নামের বরকতে তাঁর (আঃ) জামাত লক্ষ লক্ষ পথভ্রষ্ট খ্রষ্টানকে পথপ্রাপ্ত করছেন অর্থাৎ তৌহীদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনছেন।

প্রঃ সমাজের আলেমগণ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে কেন মানতে পারছেন না ?

উঃ সমাজের আলেমগণ আগমনকারী মাহদী-ঈসা ও পূর্ববর্তী যীশুখৃষ্ট-ঈসা-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারছেন না।

হাদীসে ঈসা ইবনে মরিয়মের নাযেল হবার ব্যাপারে তাঁরা অর্থ করেন বা বোঝেন যে, মরিয়ম পুত্র ঈসা অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী যীশুখৃষ্ট-ঈসাই আসবেন।

ঈসা (আঃ)-এর নাযেল হবার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে আছে–কিন্তু সে হাদীসে অর্থাৎ ইবনে মাজা, মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল এ মাহদী (আঃ)-এর নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম রাখা হয়েছে। সে হাদীস তাঁদের চোখে পড়ে নি।

কাজেই বিক্ষিপ্ত হাদীসগুলির একত্রে সমাবেশ না থাকার কারণে আলেমগণ প্রথমতঃ বুঝতে পারেন নি। দ্বিতীয়

কারণ হোল খৃষ্টধর্ম থেকে আগত মুসলিমরা ঈসা (আঃ)-এর আকাশে গমন এই দৃঢ়-বিশ্বাস ভুলতে পারেনি। ফলে খৃষ্টীয় রাজত্বে বিশ্বব্যাপী এই বিশ্বাস ব্যাপকহারে প্রচারিত হয়েছে।

বাইবেল যীশুর আকাশে গমন এবং হাদীসে যীশুর অবতরণ তাদের বিশ্বাসকে এত সুদৃঢ় করেছে যে, কোরআনে যীশুর মৃত্যুর স্পষ্ট দলীলগুলোর প্রতি তারা দৃষ্টি দেন নি বা গুরুত্ব দেননি। এমন কি দাজ্জালী (খৃষ্টীয়) প্রভাব এত ব্যাপকহারে পৃথিবীব্যাপী চলছিল যে, তাতে তারা নিজেদের বিবেককেও হারিয়েছেন। কেননা, বিবেক থাকলে অন্ততঃ চিন্তা করতেন আকাশে মহাশূন্যে যেখানে বাতাস নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই সেখানে কীভাবে মানুষ-ঈসা নবী বেঁচে থাকতে পারেন।

চতুর্থ পাঠ

প্রঃ হযরত ঈসা (আঃ) যে মারা গেছেন কোরআন মজীদ থেকে দু'টি দলীল ও হাদীস থেকে একটি দলীল দিন।

উঃ ১ম দলীল ঃ *ওয়ামা মোহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কাদ্ খালাত্ মিন্ কাবলেহিররুসুল।*

অর্থ ঃ এবং মোহাম্মদ (সাঃ) একজন রসূল ব্যতীত নহে তাঁর পূর্বের রসূলগণ মারা গিয়েছে। (আলে ইমরান - ৩ঃ১৪৫)

নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে এ আয়াতের প্রতি সকল সাহাবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বিশেষভাবে। তাঁরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য হন যে, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল বিধায় ইন্তেকাল করেছেন আর তাঁর (সাঃ) পূর্বের কোন নবী- রসূলই বেঁচে নেই সকলেই মারা গেছেন। (বোখারী ও ইবনে হিশাম দ্রষ্টব্য)

২য় দলীল ঃ *ওয়া কুন্‌তো আলায়হিম শাহীদাম্ মা দুম্‌তো ফীহিম্, ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী কুন্‌তা আন্‌তার রাকীবা আলায়হিম ওয়া আন্‌তা আলা কুল্লে শায়য়িন শাহীদ।*

অর্থ ঃ আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি। তারপরে আপনি যখন আমাকে মৃত্যু দিলেন, তখন তো আপনি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আপনি তো সব কিছুর খবর রাখেন।

(সূরা মায়েদা-৫ঃ১১৮)

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন, সে বিষয় কোরআনে ওহী করে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে কি তিন খোদার (যীশু, তাঁর মা ও খোদা) পুজো করতে বলেছিলেন ? (৫ঃ১১৭ আয়াত দ্রষ্টব্য) তাঁর উত্তরে ঈসা (আঃ) এই কথাগুলো বলেছিলেন (৫ঃ১১৮)।

হাদীস ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ

লাও কানা মূসা ওয়া ঈসা হাইয়্যানে লেমা ওয়াসেয়া হুমা ইল্লাত্তেবায়ী।

অর্থ ঃ যদি মূসা ও ঈসা জীবিত থাকতেন তবে আমাকে মান্য করা ব্যতীত তাদের গত্যন্তর ছিল না। (ইবনে কাসীর ঃ ২ খন্ড, ২৪৬ পৃঃ)

প্র ঃ 'দাজ্জাল' শব্দটি এক বচন না বহু বচন, ঐ শব্দটির মানে কি ?

উ ঃ 'দাজ্জাল' বহু বচন। একবচনে দাজালা।

অর্থ – বৃহৎ মিথ্যাবাদী ধোঁকাবাজের দল।

অতএব 'দাজ্জাল' শব্দের অর্থ হোল বৃহৎ বৃহৎ মিথ্যাবাদী ধোঁকাবাজের দল।

প্র ঃ দাজ্জাল কাদের বলা হয় ?

উ ঃ পৌলীয় খৃষ্টধর্ম প্রচারক পাদ্রীদেরকে দাজ্জাল বলা হয়। যারা যীশুখৃষ্টের একেশ্বরবাদী ধর্মের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদী ধর্ম প্রচার করে।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন কনষ্ট্যান্টিনোপল জয়ের পর দাজ্জাল বের হবে (মোসলেম)। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপাল জয়ের পর ইউরোপে 'রেনেসাঁ' বা 'নবজাগরণ' শুরু হয়। নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। তাঁত যন্ত্র, প্রেস মেশিন, রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ

প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় – ফলে যন্ত্রপাতি, শিল্প দ্রব্য ব্যাপক হারে উৎপাদন হওয়ায় ব্রিটিশ, ডাচ কোম্পানী প্রভৃতি জাতির ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলো পণ্য, পাদ্রী ও সৈন্য নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

ব্যবসা করতে এসে সৈন্যের সাহায্যে দেশ জয় এবং পাদ্রীদেরা দ্বারা পৌলীয় খৃষ্টধর্ম (তিন খোদার বা যীশু-খোদার ধর্ম) প্রচার করতে থাকে। ফলে যীশুর এক খোদার ধর্ম লুপ্ত হয় এবং তিন খোদা বা যীশু-খোদার ধর্ম বিশ্বব্যাপী প্রসারতা লাভ করে। এভাবে তৌহীদের বিরুদ্ধে ত্রিত্ববাদ-এর লড়াই শুরু হয়।

প্রঃ কীভাবে বোঝা যায় যে, দাজ্জাল অধুনা খৃষ্টধর্ম প্রচারক পাদ্রীর দল ?

উঃ ১) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) প্রত্যক্ষভাবে দাজ্জাল যে খৃষ্টান পাদ্রীর দল তা প্রথমেই প্রকাশ করেন। যথা তিনি বলেন ঃ দাজ্জাল কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। আরবী অভিধান অনুযায়ী দাজ্জাল ঐরূপ দলকে বলা হয় যারা নিজেদের বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা প্রকাশ করে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাসী বা ধার্মিক নহে। বরং তাদের প্রত্যেক বাক্যে ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা থাকে। আর ঐগুলি খৃষ্টান পাদ্রীদের মধ্যে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

(কিতাবুল বারিয়া ঃ ২৪৩ পৃঃ হাশিয়া)

২। ক) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পরোক্ষভাবে খৃষ্টানদের দাজ্জাল বলেছেন–'যদি কেহ সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত ও শেষ দশ আয়াত পাঠ করে তবে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবে' (মোসলেম)। সূরা কাহাফে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'এবং যেন ঐ সকল লোককে সতর্ক করে দেয় যারা বলে যে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন অথচ এ বিষয়ে তাদের বা তাদের পূর্বপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিল না। ইহা একটি ভয়ংকর কথা যা তাদের মুখ থেকে বেরুচ্ছে। ওরা যা কিছু বলছে তা মিথ্যা বৈ কিছু নয় (১৮ঃ৫৬)।

খ) তামিমদারী (রাঃ) কাশ্‌ফে দাজ্জালকে এক গীর্জায় থাকতে দেখেছিলেন (মোসলেম)।

গ) মোহাম্মদ (সাঃ) আরো বলেছেন ঃ দাজ্জাল একটি দ্বীপের গীর্জায় লৌহ শিকলে বাঁধা আছে (মোসলেম)। গীর্জায় কারা থাকে ? খৃষ্টান পাদ্রীরা। কাজেই পরোক্ষভাবে হাদীসটি খৃষ্টানদের বোঝাচ্ছে। এযুগে আমরা জানি ইংল্যান্ড দ্বীপের গীর্জাগুলি থেকে কীভাবে পাদ্রীর দল পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

৩) বর্তমান যুগে পৃথিবীর যেখানে যান সেখানে পাদ্রীকে দেখবেন তা হিমালয়ের শিখর দেশে হোক বা সমুদ্রের অতল তলে হোক, শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে হোক আর মরুভূমিতে হোক বা দ্বীপগুলিতে হোক। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই এই পাদ্রীদের উৎপাত ও মনুষ্যপুত্র যীশুকে একমাত্র পরিত্রাতা খোদা বানানোর চক্রান্ত।

৪) দাজ্জাল ধোঁকাবাজ বা মিথ্যাবাদী এই অর্থে অধুনা খৃষ্টধর্ম প্রচারক মাত্রই দাজ্জাল। কারণ তাদের বিশ্বাস ঃ ক) মৃত্যুর পূর্বে আদম বেহেশ্‌তে ছিলেন, অথচ মৃত্যুর পরেই আত্মা বেহেশ্‌তে যায় তা সবাই জানে। খ) বেহেশ্‌ত থেকে আদমকে ফেলে দিল দুনিয়ায়, যা কখনো হয় না (কোরআন-১৫ঃ৪৯)। গ) আদম (আঃ) গোনাহ্‌গার হলেন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে, অথচ নবী গোনাহ্‌গার হন না (কোরআন-২১ঃ২৬)।

প্রঃ দাজ্জালের গাধা যে রেলগাড়ী তার প্রমাণ দিন এবং এর থেকে খৃষ্টানরা যে দাজ্জাল তা কীভাবে প্রমাণিত হয় ?

উঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ

ক) দাজ্জালের এক গাধা থাকবে (বায়হাকী)। এখানে দাজ্জালের গাধা বলতে দাজ্জালের বাহনকে বোঝাচ্ছে।

খ) তার দুই কানের ব্যবধান ৭০ গজ (বায়হাকী)। কোন চতুষ্পদ জন্তুর দু'টি কানের দুরত্ব ৭০ গজ হতে পারে না। এখানে যদি রেলগাড়ী ধরা যায় তবে এর দৈর্ঘ্য ৭০ গজের মত। দুই কান বলতে গার্ডের কান ও ড্রাইভারের কানকে বোঝাচ্ছে। গার্ড যখন হুইসেল দেয় ড্রাইভার তার কান দিয়ে শোনে ও 'পিপ' শব্দ করে গাড়ী ছাড়ে। গার্ড পিছন থেকে তার কানে সেই 'পিপে'র আওয়াজ শুনে বুঝে যে, তার গাড়ী চলতে শুরু করেছে।

গ) গাধার পেটের মধ্যে আলো ও জানালা থাকবে (মিশকাত)। চতুষ্পদ জন্তুর পেটের মধ্যে আলো ও জানালা থাকতে পারে না। রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজে তা থাকে।

ঘ) তার মধ্যে বহু লোক একসঙ্গে প্রবেশ করবে এবং বের হয়ে আসবে *(মিশকাত)*।

এবারে পুরো বোঝা গেল যে, এ গাধা চতুষ্পদ জন্তু নয় পরন্তু রেলগাড়ী, জাহাজ, উড়োজাহাজ প্রভৃতি যার মধ্যে বহু লোক একসঙ্গে প্রবেশ করতে পারে ও একসঙ্গে বের হয়ে আসতে পারে।

অর্থাৎ চৌদ্দ শত বছর পূর্বে যখন রেলগাড়ী, জাহাজ, উড়োজাহাজ, বাস আবিষ্কৃত হয় নি তখনকার মানুষের কাছে এ যুগের বাহনের একটি বর্ণনা বিশ্বনবীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা জানিয়ে দিলেন–নইলে ঐ যুগে ঐ অপরিচিত নাম তারা কেউ বুঝতে পারত না। দুঃখের বিষয় এযুগে স্বচক্ষে দেখেও অন্ধ মৌলবীর দল এখনো আজগুবি-গাধার অপেক্ষায় আছেন।

এখন এই রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ কে বা কারা আবিষ্কার করেছে ? দেখা যায় ত্রিত্ববাদী বর্তমান যুগের খৃষ্টানরা তা আবিষ্কার করে প্রথম তাতে আরোহণ করা শুরু করে।

রেলগাড়ী আবিষ্কার করেন–জেমসওয়াট, জর্জ ষ্টিফেনসন। আর উড়োজাহাজের আবিষ্কারক রাইট ব্রাদার্স। সবাই ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী।

সুতরাং আধুনিক যুগের খৃষ্টানরা যে দাজ্জাল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পঞ্চম পাঠ

প্রঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) দাজ্জালকে বধ করবেন। তবে কি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দাজ্জালকে বধ করেছেন ?

উঃ হযরত আহমদ (আঃ) নিম্নের বক্তব্য দ্বারা দাজ্জাল (মতবাদ)-কে ধ্বংস করে দিয়েছেন ঃ [ইহা তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানা শহরে ঘোষণা করেন]

খৃষ্টান পাদ্রীগণ দাজ্জাল। তারা সকল নবী প্রদত্ত তৌহীদের শিক্ষার বিপরীত তিন খোদার প্রচার করে থাকে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা বলে পূজো করে। বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আঃ) খোদা নহেন, তিনি মানুষ ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে মারা গেছেন, ক্রুশে মারা যান নাই। খৃষ্টানদের কাফ্ফারার (প্রায়শ্চিত্তবাদের) তথাকথিত বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা।

হাদীসে আছে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) লুদ্ শহরে এসে জনগণের নিকট দাজ্জালের পরিচয় করাবেন। তিনি পরিচয় নির্দেশ করে দেখিয়ে দেবেন যে, এই সেই দাজ্জাল (মুসলিম)।

পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে সর্বপ্রথম ভারতে অধুনা খৃষ্টীয় (দাজ্জালী) মিশন চালু করে, আর এক খোদার পরিবর্তে যীশু-খোদার পূজো শুরু হয়।

আর আল্লাহ্‌তা'লা সেই শহরের নিকটেই দাজ্জালকে নিধন কল্পে মসীহ্‌কে কাদিয়ানে পাঠান। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ৪০ জন সাহাবীকে নিয়ে লুধিয়ানা শহরে ঐ ঘোষণাটি দেন। ফলে ত্রিত্ববাদী খোদা বা যীশু-খোদার পূজোর বিরুদ্ধে একত্ববাদ বা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর জেহাদে ঐ ৪০ ব্যক্তি প্রথম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী এই জেহাদে লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হয়েছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে দাজ্জালী মতবাদ এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) যীশুখৃষ্ট খোদার পুত্র হওয়ার কারণে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক আর পৃথিবীতে বাকি সকল আদম-সন্তান পাপী। তাই আদম-সন্তানগণকে পাপমুক্ত করতে নিষ্পাপ যীশুকে ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করতে হয়। তিনি ক্রুশীয় মৃত্যুর পর সশরীরে আকাশে উত্থিত হয়ে খোদার ডান পাশে বসে আছেন – শেষ যুগে সকল মানুষকে উদ্ধার করার জন্য তিনি আবার আসবেন। যে ব্যক্তি যীশুকে ঈশ্বর-পুত্র হিসাবে বিশ্বাস করে, তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুতে বিশ্বাস করবে সে খুনী, ডাকাত, যেনাকার, মাতাল, জঘন্য অপরাধে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি পাবে। ফলে পৃথিবীর আড়াই শত কোটি মানুষ যীশুকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে পূজো আরম্ভ করল।

মাহদী (আঃ) মসীহরূপে আগমন করে প্রমাণ করলেন ঃ যীশু ক্রুশে মারা যান নি। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। ক্রুশে তিন ঘন্টা থাকার পর, ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি কাশ্মীরে আসেন (২৩ঃ৫১)। দীর্ঘদিন (১২০ বছর বয়স পর্যন্ত) জীবিত থাকার পর মারা যান। শ্রীনগরের খান ইয়ার স্ট্রীটে তাঁর কবর বিদ্যমান।

যীশুর স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণিত হওয়ায় দাজ্জাল কর্তৃক যীশুর খোদার পুত্র হওয়া, ক্রুশে মরে আদম-সন্তানদের আদি পাপে প্রায়শ্চিত্ত করা, তাঁর আকাশে গিয়ে জীবিত থাকা এবং পুনরায় তাঁর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা ও মানব জাতির পাপ মুক্তি দেওয়া ইত্যাদি কল্পিত ধারণার অবসান হয় ফলে ধোঁকাবাজী দাজ্জালী চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

বিষয়টির যত ব্যাপক প্রচার হবে তত বেশী মানুষ কল্পনা রাজ্য থেকে বাস্তব রাজ্যে ফিরে আসবে আর যীশুর কথামত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মান্য করে প্রকৃত 'শান্তি রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করবে।

আজ পৃথিবীর ১৫৩টি দেশে বিশেষ করে খৃষ্টধর্মের দেশগুলিতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান ভাই আহমদীয়া জামাতে দাখেল হয়ে প্রকৃত ইসলামের সেবকে পরিণত হচ্ছেন।

একটি হাদীসে আছে ঃ লবণ যেরূপ পানির মধ্যে গলে যায় তদ্রূপ দাজ্জাল প্রতিশ্রুত মসীহকে দেখে গলে যাবে (মুসলিম)।

পানির মধ্যে লবণ যেভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সেরূপ খৃষ্টানগণ মসীহের তবলীগের ফলে ইসলামের ছায়াতলে প্রকৃত মুসলিম হয়ে যাবে। দাজ্জাল নিধনের ইহাই গূঢ় রহস্য।

প্র ঃ ইয়া'জূজ ও মা'জূজ কি শব্দ ? উহাদের অর্থ কি ? ইয়া'জূজ মা'জূজ বের হয়েছে কি না ?

উ ঃ ইয়া'জূজ মা'জূজ আরবী শব্দ। উভয় শব্দ 'আজীজ' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। 'আজীজ' অর্থ আগুন, সুতরাং 'ইয়া'জূজ' শব্দের অর্থ হোল আগুন বা আগ্নেয় অস্ত্রের (এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা) অধিকারী। মা'জূজ শব্দেরও ঐ একই অর্থ। অর্থাৎ শেষ যুগে আগ্নেয় অস্ত্রের অধিকারীর দু'টি দল হবে।

চৌদ্দ শত বছর পরে সত্যই দেখা গেল রাশিয়া ও আমেরিকা দু'টি গোষ্ঠীর হাতে পৃথিবীর সকল আগ্নেয় অস্ত্র জমা হয়েছে। আর উজ্জ্বল সূর্যের মত তাদের কার্যকলাপও দেখা যাচ্ছে।

অন্ধ মৌলবীর দল এখনো ইয়া'জূজ মা'জূজকে আজগুবি কল্পিত জন্তু বলে অপেক্ষায় আছে।

প্রঃ 'ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর ফেৎনা সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) কী বলেছেন ?

উ ঃ ক) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ ইয়া'জূজ মা'জূজের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেরাই যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে (মুসলিম)।

খ) 'ইয়া'জূজ মা'জূজ লোকদিগকে তার অধীন করে নিবে আর মুসলমানগণ ভয়ে নিজ নিজ শহরে ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে' (আহমদ, ইবনে মাজা)।

সমগ্র বিশ্বে আজ রাশিয়া ও তার দলবল এবং আমেরিকা ও তার দলবল দু'টি গ্রুপে ভাগ হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে কীভাবে তচনচ করল, কীভাবে ইরাক-ইরানে, প্যালেষ্টাইনে, কাশ্মীরে, বোসনিয়াতে, সোমালিয়াতে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করল তা পৃথিবীর মৌলবাদী ছাড়া সকলেই অবগত আছেন।

সুতরাং এখনো যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দেখতে না পান তবে তাকে দেখাতে পারবে এমন কে আছে ?

এক্ষণে পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্র, মুসলিম রাষ্ট্র তো দূরের কথা এই দু'টি শক্তি রাশিয়া বা আমেরিকার মোকাবেলা করতে পারবে কি – সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবে ঃ পারবে না।

প্রঃ ইয়া'জূজ-মা'জূজ এর সঙ্গে হযরত মসীহ (আঃ) কী করবেন ?

উঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নবী (প্রতিশ্রুত মসীহ) ও তাঁর সহচরগণ তখন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকবেন।..মসীহ্ নবীউল্লাহ্ তাঁর সহচরসহ দোয়া করবেন (মুসলিম মেশকাত)।

হযরত মসীহ ও তাঁর খলীফাগণ দীর্ঘদিন (১০০ বছরের বেশী সময়) ধরে চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। দাজ্জাল-ইয়া'জূজ-মা'জূজ এই জামাতের বিরুদ্ধে এক ভীষণ চক্রান্ত শুরু করেছে।

(দাজ্জাল ও ইয়া'জূজ-মা'জূজ পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)

বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষকে এই জামাতের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের রাবওয়া যেটি আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র সেখান থেকে জামাতের খলীফাকে চলে যেতে বাধ্য করেছে। আর তাঁর সহচরেরা রাবওয়াতে এক প্রকার অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন। তাঁদের সর্ব প্রকারের প্রচার ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। দোয়া একমাত্র সবারই অস্ত্র। প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) স্বয়ং বলেছেন ঃ

কেননা, ইয়া'জূজ-মা'জূজের গুণাবলী যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবেলা করবার কারো শক্তি থাকবে না। এমন কি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)ও

কেবল তাদের সঙ্গে দোয়ার দ্বারা মোকাবেলা করবেন। (চশমায়ে মা'রেফাত ঃ ৭৯ পৃঃ হাশিয়া)

বর্তমানে ইয়া'জূজ-মা'জূজ রাশিয়া আমেরিকার দাপট বিশ্বব্যাপী এত প্রকট যে, বাজারের একজন শব্জী বিক্রেতাও আমেরিকাকে যুগের খোদা বলে আখ্যায়িত করে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অবুঝ মুসলিম মৌলবীদের বুঝবার এখনো সময় হোল না !

ষষ্ঠ পাঠ

প্রঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত আহমদ (আঃ) যে ইমাম মাহদী কোরআন-হাদীস ও বুযূর্গানে দীনের বাণী থেকে প্রমাণ দিন ?

উঃ **কোরআন** – সূরা সাফ্ফ ৭নং আয়াত [হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন] ঃ *'ওয়া মোবাশ্শেরাম বে-রাসূলেন ইয়া'তি মিম্বা'দে ইস্‌মোহূ আহমদ্'*

অর্থ ঃ এবং সুসংবাদ দিচ্ছি একজন রসূলের যিনি আমার পরে আসবেন এবং তাঁর (জাত নাম) হবে 'আহমদ'।

কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জাত নাম 'আহমদ'। ঐ সূরার পরবর্তী আয়াত অনুযায়ী তিনি ইসলামের দিকে আহূতও হয়েছেন।

হাদীস ঃ ১) কতিপয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদীর নাম 'আহমদ' হবে। *(হুজাজুল কেরামা - ৩৫৬ পৃঃ)*

ইয়াখ্‌রুজুল মাহদীউ মিন্ কারিয়াতেন্ ইউ কালু লাহা কাদেয়া

মাহদী (আঃ) 'কাদিয়া' নামক গ্রাম থেকে আবির্ভূত হবেন। *(জওয়াহেরুল আসরার - ৫৬ পৃঃ)*

সত্যই তাঁর নাম 'আহমদ' এবং তিনি কাদিয়ানে জন্মেছেন।

৩) মাহদী (আঃ) নদী-অববাহিকার স্থান থেকে আবির্ভূত হবেন এবং জমিদার বংশীয় হবেন।

(আবুদাউদ, কিতাবুল মাহদী)

সত্যই তিনি বিপাশা নদীর অববাহিকায় ৯ মাইলের মধ্যে এবং জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৪) উট বেকার হবে, তাতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না (সূরা তাকভীর, বোখারী, মুসলিম)।

আরব দেশে উটে চড়ে আর দূর দেশে কেউ যায় না।

৫) *ইন্না লে মাহ্‌দীনা আয়াতায়নে লাম্‌তাকূনা মুনযু খালকিস্‌ সামাওয়াতে ওয়াল আরযে ইয়ান্‌ কাসেফুল কামারো লে আওয়ালে লায়লাতেম্‌ মিন রামাযানা ওয়া তান কাসেফুশ্‌ শামসো ফিন্‌ নিস্‌ফে মিনহু।*

অর্থ ঃ আমার মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে, যা আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযান মাসে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং (সূর্য গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে (দারকুতনী-১৮৮ পৃঃ)।

[আরো ৬টি প্রসিদ্ধ পুস্তকে এই হাদীস বর্ণিত আছে]

হযরত আহমদ (আঃ) ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'মসীহ ও মাহদী' দাবী করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চান্দ্রমাসের চন্দ্রগ্রহণের তারিখগুলির প্রথম রাত্রে হাদীস মোতাবেক ১৩ তারিখে (সাধারণতঃ চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয়) ঠিক সন্ধ্যা ৭-৯ ঘটিকায় (রাতদুপুরে বা গভীর রাতে নয় যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে) চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং হাদীস মোতাবেক ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণের তারিখগুলির মধ্যম তারিখে (সাধারণতঃ চাঁদের ২৭, ২৮, ২৯ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়) সকাল ৯-১১টায় (দুপুরের দিকে নয় যে সময় সূর্যকে দেখা মুস্কিল হয়) সূর্যগ্রহণ হয়। আশ্চর্যের বিষয় কাদিয়ান সমেত পাঞ্জাব এলাকার লোকেরা স্পষ্ট

এই নিদর্শন দেখে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রহণদ্বয় পশ্চিম গোলার্ধেও দেখা যায়। (সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট লাহোর-৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ **ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরোধিতা সম্বন্ধে কিছু বলুন ঃ**

উঃ ক) বুযূর্গ হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রঃ) লিখেছেন ঃ যখন ইমাম মাহদী (আঃ) যাহের হবেন তখন মৌলবী মাওলানাগণই তাঁর প্রধান শত্রু হবে। *(ফতুহাতে মক্কিয়া-৩৭৩ পৃঃ)*

খ) মাহদী (আঃ) বর্ণিত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বুঝতে না পেরে বাহ্যদর্শী আলেমগণ ঐগুলিকে কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধে মনে করবে এবং অস্বীকার করবে।

(মকতুবাতে ইমাম রব্বানী-২য় খন্ড, ৫৫ পৃঃ)

গ) হাল আমলে মৌলবী মওদুদী সাহেবও তাঁর 'সীরাতে সারওয়ারে আলম' নামক পুস্তকের প্রথম খন্ডের ৩৮৭ পৃষ্ঠায় ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরোধিতা সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ঃ .. "তার নতুনত্বের বিরুদ্ধে মৌলবী ও সুফী সাহেবান হৈ চৈ শুরু করবেন। ....."

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন। এই সূক্ষ্ম কথাটি বাহ্যদর্শী আলেম বুঝতেই পারছেন না; পরন্তু ঈসা

(আঃ)-এর জীবিত না থাকার বিশ্বাসকে 'কুফরী ও গোমরাহী' মনে করছেন।

অথচ হযরত ঈসা (আঃ) যদি আকাশে যান, জীবিত থাকেন, আবার পৃথিবীতে আসেন তবে আমাদের নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মান্য করার কোন কারণ থাকে না এবং এজন্য লক্ষ লক্ষ মুসলিম ইসলাম ছেড়ে খৃষ্টান হয়েছে। বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আঃ) কোরআন, হাদীস ও বিবেক অনুযায়ী মৃত সাব্যস্ত। ফলে লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মানতে বাধ্য হন–আর বর্তমানে তাই হচ্ছে।

খৃষ্টান দাজ্জালরা এভাবে প্রশ্ন করে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে খৃষ্টান করছেন ঃ

১) ঈসা (আঃ) সশরীরে আকাশে গিয়েছেন অথচ আল্লাহ্ মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মানুষ রসূল বলে আকাশে যেতে পারেন না বলেছেন (বনী ইস্রাঈল -১৭ঃ৯৪) কাজেই ঈসা (আঃ) মানুষের উর্ধ্বে খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুসারে খোদা বা খোদার পুত্র প্রমাণিত হন।

২) হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে জীবিত অথচ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় মৃত ও সমাহিত। এতে ঈসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

৩) হযরত ঈসা (আঃ) আবার আসবেন তাঁর (মাহদীসহ) হাতে বয়াত নিয়ে মুসলিমগণ জাহেলিয়ত বা অজ্ঞানতার মৃত্যু থেকে বাঁচবেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আসবেন না কেন ?

প্রঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মান্য করলে লাভ কি ?

উঃ ১) আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ পালন করার জন্য তাঁরা খুশী হবেন।

২) যুগের কল্পিত কাহিনী মিশ্রিত অযৌক্তিক সকল বিশ্বাসের অবসান হবে।

৩) ধর্ম যে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বিবেক ও যুক্তি সমন্বিত তা বুঝা যাবে।

৪) পৃথিবীর যে কোন আধুনিক সংস্থার সঙ্গে মোকাবেলা করা যাবে।

৫) খোদাকর্তৃক প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সঙ্গে থাকে তৌহীদ বা একেশ্বরবাদ–তাঁর মাধ্যমে প্রকৃত তৌহীদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে এবং তখন মানুষ আল্লাহ্মুখী হবেন। তৌহীদ থেকে মানুষ যত দূরে থাকবে দুনিয়ার সকল প্রকার মন্দ কাজে তত লিপ্ত হয়ে পড়বে।

বর্তমানে সকল ধর্ম তৌহীদ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বঞ্চিত।

ইসলামের অনুসারীরাও পরোক্ষভাবে দুই খোদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে, কারণ তারাও ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র মত হাজার হাজার বছর জীবিত বিশ্বাস করে।

সুতরাং ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মান্য করার কারণে পূর্ণ তৌহীদ যা কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মধ্যে আছে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আহমদীদের সঙ্গে খোদাতা'লার যোগসূত্র কায়েম হয়েছে। জামাতের খলীফার কথা আল্লাহ্‌ শুনেছেন ঃ আরবের রাজা ফয়সল, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও মিলিটারী শাসক জেঃ জিয়াউল হক, যারা জামাতের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছেন ও জীবন্ত খোদার নিদর্শন দেখিয়েছেন।

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে মান্য করার তাগিদ ঃ

হাদীস ঃ *ফা ইযা রায়ায়তুমূহু ফাবায়উহু ওয়া লাও হাবওয়ান্‌ আলাস্‌সাল্‌জে ফা ইন্নাহূ খালীফাতুল্লাহিল মাহদীউ*। অর্থ – ইমাম মাহদী যাহের হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁর হাতে বয়াত করিও, যদিও বরফের উপর হামাগুঁড়ি দিয়ে যেতে হয়। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্‌ মাহদী। *(সুনানে ইবনে মাজা-বাব্‌ খুরুজুল মাহদী)*

প্রঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে অমান্য করলে কি কি ক্ষতি হবে ?

উঃ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদেশ অমান্য করার কারণে জাহেলিয়তের মৃত্যু হবে।

যেমন হাদীস আছে , রসূলে (সাঃ) বলেছেন ঃ

ক) মাল্লাম ইয়া'রেফ ইমামা যামানেহী ফাকাদ্ মাতা মাইতাতাল জাহিলিয়্যাহ্।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে না মেনে মারা যাবে, সে জাহেলিয়তের (অজ্ঞতার) মৃত্যু বরণ করবে (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

(খ) *মাম্মাতা ওয়া লায়সা ফী উনুকিহী বায়'আতুম্মাতা মীতাতাল জাহিলিয়্যাহ্।*

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি যুগের ইমামের হাতে বয়াত না করে ইহলোকে ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়তের মৃত্যুবরণ করেছে। (সহী বোখারী)

সুতরাং ইমাম মাহদী (আঃ)-কে অমান্য করলে জাহেলিয়ত অর্থাৎ অজ্ঞানতার মৃত্যু হবে।

কোরআন-হাদীস এর মধ্যে যে সকল জ্ঞান লুক্কায়িত আছে ইমাম মাহদী (আঃ) সেই সঠিক জ্ঞানকে বিশ্বের সামনে পেশ করবেন। প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত আলেমদের নিকট সে শিক্ষা বা জ্ঞান না থাকার কারণে অজ্ঞানতার মৃত্যু হবে, ভুল বিশ্বাস থাকা অবস্থায় মৃত্যু হবে।

এছাড়া তারা ইসলামের প্রকৃত প্রশাসন – খেলাফত, বায়তুল মাল, কেন্দ্র ও মজলিসে শূরা থেকে বঞ্চিত হবে। তারা সর্বত্রই পর্যুদস্ত হবে।

যা এখন হয়েছে ও হচ্ছে।

সপ্তম পাঠ

প্রঃ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের নাম কি ? তাঁর প্রথম চার খলীফার নাম কি ?

উঃ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর তিরোধানের পর ১ম খলীফা হন হযরত আবুবকর (রাঃ)।

২য় খলীফা হন হযরত ওমর (রাঃ)।

৩য় " " হযরত ওসমান (রাঃ)।

৪র্থ " " হযরত আলী (রাঃ)।

তাঁদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়।

প্রঃ আহমদীয়া জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা কে ? তাঁর ১ম চারজন খলীফার নাম কি ?

উঃ আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)।

তাঁর তিরোধানের পর ১ম খলীফা হযরত হাফেয মাওলানা হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)

২য় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

৩য় খলীফা হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাঃ)

৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)।

প্র ঃ আহমদীয়া জামাত ও অন্যান্য ফেরকার মধ্যে পার্থক্য কি ?

উ ঃ আহমদীয়া জামাতের ঃ

ক) খলীফা, খ) বায়তুল মাল, গ) কেন্দ্র, ঘ) মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা আছে এবং ঙ) আহমদীরা ইসলাম প্রচারে জীবন-সময়-সম্পদ উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত।

অন্যান্য ফেরকাতে এগুলি পাওয়া বিরল।

প্রঃ আহমদীয়া জামাতের নিযাম কীভাবে গঠিত ?

উ ঃ প্রতি জামাতে আমীর বা প্রেসিডেন্ট ও মজলিসে আমেলা বা কার্যকরী সংসদ রয়েছে।

দেশে সকল আমীর বা প্রেসিডেন্টের উপর রয়েছেন ন্যাশনাল আমীর।

ন্যাশনাল আমীর এর উপর রয়েছেন নাযের সাহেব আলা ও যুগ-খলীফা।

যে কোন বিষয়ে মীমাংসার জন্য স্থানীয় জামাতী স্তরে সেক্রেটারী উমুরে আমা,

পরবর্তীতে ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা, তৎপরবর্তীতে কাযা বোর্ড,

এবং শেষ ফয়সালার মালিক যুগ-খলীফা।

প্রঃ আহমদীয়া জামাতের অঙ্গ-সংগঠনগুলোর নাম ও কার্যাবলী কি কি ?

উঃ প্রতি জামাতের সদস্যদেরকে বয়স হিসাবে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

১) মজলিস খুদ্দামূল আহমদীয়া (যুব-সংঘ) ঃ ১৫ বছর থেকে ৪০ বছর বয়স – এই বিভাগের একজন নেতা যাঁকে 'কায়েদ' বা দেশীয় পর্যায়ে 'সদর' বলা হয়। তিনি যুবকদের তালীম ও তরবীয়তের জন্যে দায়ী, ২) লাজনা ইমাইল্লাহ্ (মহিলা সংঘ) ঃ ১৫ বছর থেকে উর্ধ্বে সকল মহিলারা এই সংঘের সদস্যা। এ বিভাগের একজন নেত্রী যাঁকে সদর / প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ বলা হয়। তিনি নিয়মিত মহিলাদেরকে মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে তালীম-তরবীয়ত করেন।

৩) মজলিস আনসারুল্লাহ্ (বৃদ্ধ সংঘ) ঃ ৪০ বছরের উর্ধ্বে পুরুষগণ এই সংঘের সদস্য – এই বিভাগের

একজন নেতা যাঁকে সদর / যয়ীমে আলা / যয়ীম বলা হয়। তিনি নিয়মিত মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে তালীম ও তরবীয়ত করেন।

৪) আতফালুল আহমদীয়া (বালক সংঘ) ৭ বছর থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বালক যাদের একজন নেতা যাকে সেক্রেটারী / মোহতামীম আতফালুল আহমদীয়া বলা হয়। তিনি নিয়মিত মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে বাচ্চাদের তালীম ও তরবীয়ত করেন।

৫) নাসেরাতুল আহমদীয়া (বালিকা সংঘ) ঃ ৫ বছর থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বালিকা যাদের একজন নেত্রী যাকে যাকে সেক্রেটারী নাসেরাতুল আহমদীয়া বলা হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট / সদর সাহেবা এই সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। তিনি নিয়মিত মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে বালিকাদের তালীম ও তরবীয়ত করেন।

আহমদীয়া জামাতের চাঁদাসমূহ

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হবে ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সাহায্য করা। *(আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদী)*

তদনুসারে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী আহমদ (আঃ) পুস্তক প্রনয়ণ ও প্রকাশ, প্রচারপত্র বিলি, আতিথ্য প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে চাঁদা দিয়ে সাহায্যদানের কথা বললেন। আর এজন্য তিনি বললেন, ইসলামের নবজাগরণ আমাদের নিকট থেকে এক ফিদিয়া (কোরবানী) চায়।

চাঁদা আম / চাঁদা ওসীয়্যত

প্রতি আহমদী মুসলিমকে মাসিক আয়ের শতকরা ৬ টাকা ২৫ পয়সা হারে চাঁদা দান অবশ্য কর্তব্য। এর সঙ্গে জলসা সালানার চাঁদা মাসিক আয়ের ১০% বারো মাসে একবার দানও অবশ্য কর্তব্য।

সুতরাং কোন আহমদী মুসলিমের মাসিক আয় যদি ১০০ টাকা হয় তবে তার মাসিক চাঁদা হবে ৬.২৫ টাকা আর জলসা সালানার চাঁদা বছরে ১০ টাকা। অর্থাৎ মোট মাসিক দেয় চাঁদা ৭ টাকা ২০ পয়সা। একে বলা হয় লাযেমী চাঁদা। এ হিসাবে একজন আহমদীকে বার্ষিক মোট ৮৫ টাকা দিতে হয়।

কিন্তু যদি কোন আহমদী মুসলিম আরো অধিক চাঁদা দিতে চান এবং তাঁর চরিত্র ইসলামের সকল নিয়মের মধ্যে রাখতে পারেন যেমন ফরযগুলি আদায় – নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবং রসূলের সুন্নতের উপর থাকেন। যেমন–দাড়ী রাখা, টুপি ব্যবহার করা ইত্যাদি। সত্যবাদী, পরহেযগার জীবন যাপন করেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহকে বেহেশ্‌তি মকবেরাতে সমাহিত করতে চান তবে তাঁকে মাসিক আয়ের দশ শতাংশ এবং জলসা সালানার চাঁদা দিতে হবে। একে বলা হয় চাঁদা ওসীয়্যত। তদুপরি তাকে উইল বা ওসীয়্যত করতে হয় যে, মৃত্যুর পরে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এক দশমাংশ বায়তুল মাল পাবে ।

চাঁদা তাহরীকে জাদীদ

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে প্রতি আহমদীকে তাহরীকে জাদীদ ফান্ডে কমপক্ষে মাসে ২ টাকা চাঁদা দিতে হয়। প্রতি আহমদী ২ টাকা থেকে যত খুশী চাঁদা এই ফান্ডে দিতে পারেন। এই ফান্ড দ্বারা বিদেশে মোবাল্লেগ প্রেরণ, মসজিদ, মিশন, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল নির্মাণ, পুস্তক প্রনয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

চাঁদা ওয়াকফে জদীদ

নিজ দেশে, জামাতে বয়াতকারী আহমদী ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা দিবার জন্য অর্থাৎ তাদের তালীম-তরবীয়তের জন্য মোয়াল্লিম (শিক্ষক) নিযুক্ত করা হয়। এইরূপ মোয়াল্লিমগণের খরচ নির্বাহের জন্য যে ফান্ড উহাকে বলা হয় 'ওয়াকফে জদীদ'। এই ফান্ডে কমপক্ষে মাসিক ৬ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। প্রতি আহমদী মাসিক ৬ টাকা থেকে অধিক যত খুশী চাঁদা এই ফান্ডে দিতে পারেন।

উপরোক্ত উভয় প্রকার চাঁদার জন্যে বছর শুরু হওয়ার আগে ওয়াদা করতে হবে।

এছাড়া সময়ে সময়ে যুগ-খলীফার নির্দেশ মোতাবেক আরও অনেক প্রকার আর্থিক কুরবানী করতে হয়।

অষ্টম পাঠ

প্রঃ ১) 'দা'ঈ ইলাল্লাহ' কি ?

উঃ 'দা'ঈ ইলাল্লাহ্' শব্দের অর্থ হোল আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান। **'দা'ঈ ইলাল্লাহ্'গণ** এখন দিনরাত পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে অর্থাৎ প্রকৃত সত্য পথে আহ্‌বানে রত আছেন।

দা'ঈ ইলাল্লাহ প্রোগ্রামের ফলে ঃ

১৯৯৩ সালে ২ লক্ষের অধিক মানুষ সাড়া দেন

১৯৯৪ " ৪ " " " " "

১৯৯৫ " ৮ " " " " "

১৯৯৬ " ১৬ " " " " "

১৯৯৭ " ৩০ " " " " "

প্রত্যেক দা'ঈ **ইলাল্লাহ্‌কে** প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন। সে ব্যবস্থা জামাত করেছে।

প্রঃ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান কি ফরয (অবশ্য কর্তব্য) ?

উঃ হাঁ, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান অবশ্য কর্তব্য যেমন আল্লাহ্ বলেন,

(ক) উদ্‌উ ইলা সাবীলে রাব্বেকা বিল হিকমাতে ওয়াল্ মাওএযাতিল্ হাসানাতে ওয়াজাদিল্‌হুম বিল্লাতি হিয়া আহসানো ,

অর্থ ঃ তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং ওদের সঙ্গে সদ্ভাবে আলোচনা কর (১৬ঃ১২৬)।

(খ) ওয়ামান আহ্সানু কাউলাম্ মিম্মান দায়া ইলাল্লাহে ওয়া আমেলা সালেহান্ ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলেমীন।

অর্থ ঃ এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত'(৪১ঃ৩৪)।

নবম পাঠ

প্রঃ আখেরী জামানায় আহমদীয়ত নামে ইসলাম প্রচারিত হবে তার কয়েকটি দলীল দাও ঃ

উঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ

ফাতিল্কা ইস্নাতানে ওয়া সাবউনা ফেরকাতান কুল্লোহুম ফিন্নার ওয়াল ফিরকাতুন নাজিয়াহুম আহলো সুন্নাতিল বায়যা আল্ মোহাম্মাদিয়াতে আত্তারিকাতুন নাকিয়াতুন আহমদীয়াতে। *(মেশকাত, শরাহ্ মেশকাত, ১ম খন্ড ২০৪ পৃঃ)*

অর্থ ঃ ঐ সকল ৭২ ফেরকা জাহান্নামী হবে। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ফেরকা হোল সেই সুস্পষ্ট আহলে সুন্নাত মোহাম্মদীর পথ যা আহমদীয়ত নামে আখ্যায়িত হবে।

২) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ

এসাবাতুন তাগজুল হিন্দা ওয়াহিয়া তাকুনু মায়াল

মাহদীয়ে এসমুহূ আহমদ।

অর্থ ঃ হিন্দুস্থানের মধ্যে যখন ভয়ঙ্কর বিপদ আসবে তখন সেখানেই ইমাম মাহদী আসবেন এবং তাঁর নাম হবে আহমদ। (তারিখুল বোখারী)

৩) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ

...এযা মাযাত্ আলফোন্ ওয়া মেয়াতানে ওয়া আরবাউনা সানাতান্ ইয়াব্য়াসাল্লাহুল মাহদী।

অর্থ ঃ ১২৪০ বছর পর আল্লাহ্ মাহদী (আঃ)-কে পাঠাবেন। (নজমুস সাকেব-২য় খন্ড, ১০৯ পৃঃ)

প্রঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) উহার জীবন্ত দলীল দাও।

উঃ বর্তমানে মাহদী (আঃ) কর্তৃক আহমদীয়া জামাত ও তাঁর খলীফাগণ বিশ্বে ১৫৩টি দেশে ইসলাম প্রচারে মিশন, মসজিদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রস্তুত করেছেন।

পবিত্র কোরআন মজীদের ৬০টি ভাষায় তরজমা করে এবং ১২০ ভাষায় পবিত্র কোরআনের যুগ প্রয়োজনীয় আয়াত এবং ১২০ ভাষায় পবিত্র হাদীসের যুগ প্রয়োজনীয় বাণী তরজমা করে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে প্রচার করছেন। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (MTA International)-এর মাধ্যমে ৫টি মহাদেশে অহোরাত্র

বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম প্রচার করে চলেছেন। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ জামাতে দাখেল হচ্ছেন।

বৃক্ষের পরিচয় তার ফল থেকে পাওয়া যায়। যদি জামাত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত না হোত তবে নমরূদ, সাদ্দাদ ও ফেরাউন প্রমূখ বাদশাহ্গণের ন্যায় ফয়সাল, ভুট্টো, জিয়া যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছিল তাতে জামাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

কিন্তু যেভাবে মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর জামাতকে মুছে ফেলার সকল চেষ্টা করেছিল সে যুগে আরবদের সকল গোষ্ঠী, এযুগেও পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী একজোট হয়ে এই জামাতকে শেষ করতে চেয়েছে।

কিন্তু মধ্যাহ্নের সূর্যের মত দেদীপ্যমান এ জামাত। শীঘ্রই বিজয়ের দিন সমাগত।

ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের মহান ভবিষ্যদ্বাণী

"আজ হ'তে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবেনা যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীগণ, কি মুসলমান,কি খৃষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)] আমিতো একটি বীজবপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন ইহা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ ইহাকে প্রতিহত করতে পারবেনা।"

–হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) প্রণীত তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন পুস্তক থেকে।

———o———

পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত ঃ

৮ ঃ ৬৬ একজন বিশ্বাসী ১০ জন অবিশ্বাসীর উপর জয়ী হবে।

২৫ঃ৫৩ কোরআন নিয়ে জেহাদ কর।

২ঃ২১৪ মানবজাতি একই সম্প্রদায়।

২১ঃ৫৯ ইব্রাহীম ও পুতুল ভাঙ্গা।

১৯ঃ৪২ ইব্রাহীম সত্যবাদী নবী।

২ঃ১৩৬ ইব্রাহীমের ধর্মকে অনুসরণ কর।

৭ঃ১২ আদম (আঃ) প্রথম মানুষ নন।

১৭ঃ৯৪ মোহাম্মদ (সাঃ) মানুষ রসূল তাই আকাশে যেতে পারেন না।

৩ঃ৮২ ও ৩৩ঃ৮ শরীয়তধারী নবীর পর শরীয়ত-বিহীন সত্যায়নকারী নবী।

৭ঃ২৭ পোষাক নাযেল হয়েছে।

৫৭ঃ২৬ লৌহ নাযেল হয়েছে।

৬৫ঃ১১-১২ মোহাম্মদ (সাঃ) নাযেল হয়েছেন।

৪ঃ৭০ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর উম্মতী নবীর দরজা উন্মুক্ত।

DA'EE ILALLAH
Pocket Book

Published by :

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

Printed at Intercon Associates